অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

[বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩১.২৮ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ৩০.৪২ শতাংশ। শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০.৭৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ২০.১৬ শতাংশ। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১৬" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশসৃষ্টি; জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। পাশাপাশি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৮১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে, চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.০৪ শতাংশ বেশি।]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩০.৪২ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩১.২৮ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০.৭৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২০.১৬ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৭২৬৪.৬ (৭.১৫)	১৮৫২৫.৩ (৭.৩০)	২০০৩৯.৫ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২৬ (৮.৫৪)	৩০৩৩২৫ (৭.০২)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৭০৩৩১.২ (৭.৩৮)	৭৪৯৩৩.৬ (৬.৫৪)	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৭)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫৪ (১০.৭০)	১৪৫৬৬৮৩ (১১.০১)
মোট	৮৭৫৯৫৮ (৭.৩৩)	৯৩৪৫৮৯ (৬.৬৯)	৯৯৬৭০৯ (৬.৬৫)	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮০ (১০.৩১)	১৭৬০০০৮ (১০.৩০)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক।

শিল্প নীতি ২০১৬

বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সে কারণে উভয় খাতের পৃষ্টপোষকতার মাধ্যমে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময় শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার শিল্পনীতি ২০১৬ যুগোপযোগী করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বক্স ৮.১ঃ শিল্পনীতি ২০১৬-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

অভ্যন্তরীণ শিল্পপণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ; আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন; টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশেসৃষ্টি; জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতিতে প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন। শিল্পনীতি ২০১৬ এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণপূর্ব শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

শিল্পায়নে সরকারের মূল ভূমিকা হবে শিল্প সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশল/কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান । দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে করা পদ্ধতি সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound worklan) জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ১০৮.৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গড় সূচক দাঁড়ায় ২৩৬.১১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের গড় উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ২৮৬.০৫ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.২০ শতাংশ বেশি । সারণি ৮.২ -এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.২ঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
	১০৮.৭৬	১১৭.৫০	১২৭.৪৭	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৮৬.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭,০৯,০২৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,১০,২৮৭.৯৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২১.৭২ ভাগ বেশি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৯৩,৯৮৭টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৯৬৭.৯২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৯২ ভাগ বেশি। অন্যদিকে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ষান্মাসিকে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২,৯৫,০৬৯টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫৯,৪৯৭.৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক পঞ্জিকা বছরওয়ারি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালে সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১,১৫,৮৭০.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,০৪,৫৮৬.৪৯ কোটি টাকার তুলনায় ১২শতাংশ বেশি। সারণি ৮.৩ -এ ২০১০ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলঃ

সারণি ৮.৩ঃ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

বছর	লক্ষমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষমাত্রার তুলনায় অর্জন
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮,৮৫৮.১২	৩৫,০৪০.৫৩	১৫,১৪৭.৭২	৩,৩৫৫.৬৮	৫৩,৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮%
২০১১	৫৬,৯৪০.১৩	৩৪,৩৮২.৬৪	১৫,৮০৫.৯৫	৩,৫৩০.৮৫	৫৩,৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫%
২০১২	৫৯,০১২.৭৮	৪৪,২২৫.১৯	২১,৮৯৭.৩৩	৩,৬৩০.৯০	৬৯,৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮%
২০১৩	৭৪,১৮৬.৮৭	৫৬,৭০৩.৭২	২৪,০১৬.৬৪	৪,৬০২.৮৯	৮৫,৩২৩.২৫	৩,৩৪৬.৫৫	১১৫%
২০১৪	৮৯,০৩০.৯৪	৬২,৭৬৭.১৮	৩০,২৪৬.২০	৭,৮৯৬.৭৭	১,০০,৯১০.১৫	৩,৯৩৮.৭৫	১১৩%
২০১৫	১০৪,৫৮৬.৪৯	৭৩,৫৫১.৭৮	৩০,৪৬২.০২	১১,৮৫৬.৬৮	১১৫,৮৭০.৪৮	৪,২২৬.৯৯	১১২%

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme)

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিয়মিত এসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ৬টি তহবিল (মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ফান্ড, বিবি ফান্ড, বিবি-ওমেন ফান্ড, জাইকা এফএসপিডিএসএমই ফান্ড, নতুন উদ্যোক্তা ফান্ড এবং ইসলামী শরিয়াহ ফান্ড) পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সারণি-৮.৪-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	২২০.৫৩	১৩৩.৯৬	৪৬৮.১৬	৮২২.৬৫	২,৪৫৮	-	-	২৪৫৮
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.০১	৫৯৭.১৬	২৪২.৭৫	১,২২৪.৯২	৫,০২১	৫,৯২৪	১,৭৬৫	১২,৭১০
৩	বিবি-নারী উদ্যোক্তা তহবিল	২৩৭.২৪	৭৩৭.২২	২৯২.৩৫	১,২৬৬.৮১	৪,২২২	৬,৯৯০	১,৯১২	১৩,১২৪
৪	বিবি এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৪৩.৪৫	৬৮.৩২	৩৬.০৯	১৪৭.৮৫	২৫৯	৮৮৯	৭৫	১,২২৩
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	৩,১৬০
৬	এডিবি-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪
৭	এডিবি-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	১৬.১৭	৬৯.২৯	৩০৪.১৬	৩৮৯.৬২	৩৭৯	৯	১২৫	৫১৩
৯	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.১০	৫.২১	১.২৩	৬.৫৪	৪৭	-	৯২	১৩৯
১০	ইসলামী শরিয়াহ তহবিল	১০৮.৬২	১০.২১	২৭.৫২	১৪৬.৪৯	৩৮	৩০৯	৬	৩৫৩
সর্বমোট		**১,২৩৫.৯৪**	**২,৪৫৪.৫০**	**১,৭০৮.৮১**	**৫,৩৯৯.২৫**	**১৮,৩৫৭**	**২৪,৯৫৮**	**৭,২৭৪**	**৫০,৫৮৯**

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলঃ

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বিবি তহবিল-সাধারণ									
১	ব্যাংক (২০ টি)	৩৪৮.৬১	২৯১.৩৮	৭০.৪৮	৭১০.৪৭	৩,১১১	৩,৯৫৬	৮১৮	৭,৮৮৫
২	নন-ব্যাংক(২৩ টি)	৩৬.৪০	৩০৫.৭৮	১৭২.২৭	৫১৪.৪৮	১,৯১০	১,৯৬৮	৯৪৭	৪,৮২৫
	উপ-মোট	৩৮৫.০১	৫৯৭.১৬	২৪২.৭৫	১,২২৪.৯২	৫,০২১	৫,৯২৪	১,৭৬৫	১২,৭১০
খ) বিবি তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
১	ব্যাংক (৩২ টি)	১৯৭.০৬	৩৪০.৮১	১৫৮.০১	৬৯৫.৮৮	২,৬২৭	৪৭৭২	১৩৩৬	৮৭৩৫
২	নন-ব্যাংক(২১ টি)	৪০.১৮	৩৯৬.৪১	১৩৪.৩৪	৫৭০.৯৩	১,৫৯৫	২২১৮	৫৭৬	৪৩৮৯
	উপ-মোট	২৩৭.২৪	৭৩৭.২২	২৯২.৩৫	১,২৬৬.৮১	৪,২২২	৬,৯৯০	১,৯১২	১৩,১২৪
গ) বিবি এক্সটেনশন-২০১৪									
১	ব্যাংক (১৪ টি)	৩৯.৮০	২৬.৯৮	১৮.৬৯	৮৫.৪৭	১৫৬	৫৭৫	৪৯	৭৮০
২	নন-ব্যাংক(১২ টি)	৩.৬৫	৪১.৩৪	১৭.৪০	৬২.৩৮	১০৩	৩১৪	২৬	৪৪৩
	উপ-মোট	৪৩.৪৫	৬৮.৩২	৩৬.০৯	১৪৭.৮৫	২৫৯	৮৮৯.	৭৫	১,২২৩
সর্বমোট		৬৬৫.৭০	১,৪০২.৭০	৫৭১.১৯	২.৬৩৯.৫৯	৯,৫০২	১৩,৮০৩	৩,৭৫২	২৭,০৫৭

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

২. Enterprises Growth and Bank Modernization Programme ইজিবিএমপি তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২,২১৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	৮০.৩৩	১৩২.৪৭	৯৯.৮১	৩১২.৬১	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	৩,১৬০

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. এডিবি-১ তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (৯)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১,৮৯৩	১৫৫	২,৭০৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪. এডিবি-২ তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
সর্বমোট	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. জাইকা তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৫টি) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	১৬.১৭	৬৯.২৯	৩০৪.১৬	৩৮৯.৬২	৩৭৯	৯	১২৫	৫১৩

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬. কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে মফস্বলভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১৫০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয় । পরবর্তীতে, এ তহবিলের আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২০০ কোটি টাকায়, ২০১৩ সালে ৪০০ কোটি টাকায় এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ২,৪৫৮ টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৮২২.৬৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৭টি কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৭. কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ‘কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল’ নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন

সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ১৩৯ জন উদ্যোক্তাকে ৬.৫৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৮. ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠণ করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৩৫৩ জন উদ্যোক্তাকে ১৪৬.৪৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- এসএমই (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এসএমই ঋণ এর নিম্নসীমা হ্রাস করে ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ক্লাস্টার ভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলোর শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার উন্নয়ন এর লক্ষ্য প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংক-কে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- প্রত্যেক ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অভিযোগ জ্ঞাত হওয়া ও নিষ্পত্তির জন্য একজন ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ করে কর্মকর্তার নাম প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ সহ প্রত্যেকটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫%) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল "বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল" এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত রেটে ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৫ শতাংশ) নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র "Women Entrepreneur's Dedicated Desk" স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে ।
- মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে ।

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Program নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রথম ধাপে আগামী ৩ বছরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ১০ হাজার ২০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশিক্ষিতদের অধিকাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) দেশে মোট ১,২৩৩টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,২৬০টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ৫০৩.৫২ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১২৮.৯৪ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ২৭৮.১৮ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২৯৮.৬৬ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ২৮,৪৩৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫,৭৮৭ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৯,৯৬৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,৩৩৬টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। তন্মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই -ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে ২২টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৪৭টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ৫৪টি শিল্প ইউনিট বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৪টি শিল্প নগরীতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯,৩৮০.১৫ কোটি টাকা। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৪৩,৮৫৭.৯২ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৪,৫৯০.৮৯ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি রয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়্যার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,৬৫০.৩৪ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে, যা গত অর্থ বছরের তুলনায় ৬.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৮.৫ -এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জনে)
২০০৬-০৭	৮,০৯০	১৯,১১৭	২.৯৮
২০০৭-০৮	১০,০৩৮	২৩,৪১৮	৩.৪০
২০০৮-০৯	১৩,৫৮৫	২৪,৬৮৪	৩.৪২
২০০৯-১০	১৪,১৯৯	২৭,৩৬১	৩.৯৩
২০১০-১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০

সূত্রঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিসিকের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রম, লবণ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিসিক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮,৪৪৪ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি, উক্ত সময়ে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬.৮১ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। অর্থাৎ এতে দেশের প্রায় ৬.৮১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরের চলতি লবণ মৌসুমের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ৪৪ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিসিক কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প নগরী স্থাপনসহ মোট ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সার কারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট ফ্যাক্টরী, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারীওয়্যার কারখানা, ১টি হার্ডবোর্ড মিল সহ মোট ১৩টি মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয় ও বিদেশি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ৯টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এবং ২টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ রাসায়নিক সার। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার ও ১০ শতাংশ অন্যান্য সার। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গত ৭ মাসে বিসিআইসি'র ১৩টি কারখানায় ১,০১৩.৪৬ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১,০৩২.৯০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ১০২ শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ১,২২৭.১১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১২০ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সাময়িক হিসাবে ১১৮.৭৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জিত হয় এবং জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমান ছিল ৩৮.৪০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৫,০০,৯০৯ মেঃ টন ইউরিয়া, ৫৮,৮৮৫ মেঃ টন টিএসপি, ৫৩,৮০৫ মেঃ টন ডিএপি, ৬,৫৯২ মেঃ টন কাগজ, ১২,৩০০ মেঃ টন সিমেন্ট, ৯.৩৫ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৬৬৬.৮৯ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার এবং ৫৬৬.৬৯ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর ও রিফ্রেক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' নামক নতুন সারকারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। এছাড়া চলমান শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি) স্থাপিত হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১,০০০ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) চালু হলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩০০ এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে বিশেষ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী প্রতিষ্ঠান এবং ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লিখিত ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির প্রকৃত চাহিদার (বার্ষিক প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৫৭.৯০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৬ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২৮.৪৭ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,৩০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৬৮৮.২২ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। পাশাপাশি, চিনিকলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখাসহ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উপজাতভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে চিনিকলসমূহের আয় বৃদ্ধিকল্পে এডিপিতে ১০৫.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৪২.৮৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে ।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, যথা-বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করে। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন, জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতাদের নিকট সমাদৃত।

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩০১.৫২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ২৪,৮১৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৭৬৫.৩১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ৯৪৭.৯৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১৭.১৭ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক প্রকৃত মুনাফা ৯৯.৪১ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক শুল্ক কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৯৭.২৭ কোটি জমা করা হয়। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৩৩৫.২৮ কোটি টাকা জমা করে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের কৃষি সেক্টরের ১৭টি রাবার বাগানের অধীনে ৩২,৬৩৫ একর রাবার বাগান রয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে চট্রগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ১টি প্রকল্পের অধীনে আরও ১,০৫৫ একর নতুন রাবার বাগান সৃজন করা হচ্ছে। মাটির ক্ষয়রোধ ও ব্যাপকভাবে কার্বন শোষনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাবার বাগান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বনের একটি সাধারন বড় গাছ বছরে ২০ কেজি কার্বন শোষন করলেও ১টি রাবার গাছ বছরে ১৪৪.৫০ কেজি কার্বন শোষন করে পরিবেশকে সহনীয় রাখতে সহায়তা করছে। বিএফআইডিসি'র শিল্প ও কৃষি (রাবার) এ দু'টি সেক্টরে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সাময়িক হিসাবে ৭.১৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিএফআইডিসি'র শিল্প ও কৃষি (রাবার)-এর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৩৯৯.০০ হাজার ঘনফুট ও ৫,১০০.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ১৪০.০০ হাজার ঘনফুট ও ২,২৮৭.০০ মেট্রিক টন। পাশাপাশি, বনশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএফআইডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গ. বস্ত্র খাত

দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নিট ও ওভেন পোশাকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ২৫-৩০ শতাংশ মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে।

সূতা ও কাপড়ের উৎপাদন

দেশের বস্ত্র খাতে সুতা ও কাপড় উৎপাদনে সিংহভাগ শিল্প কারখানাই বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৪২৯টি (সরকারিখাতে ২২টি ও বেসরকারিখাতে ৪০৭ টি)। এ সকল মিলের বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,১০৬.০০ মিলিয়ন কেজি, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের মিলসমূহের সূতা উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০০.০০ মিলিয়ন কেজি। বর্তমানে দেশে ৭৮৭টি উইভিং মিল (বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,৮০০ মিলিয়ন মিটার), ৩৮,১০০ টি স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬,৫০০ মিলিয়ন মিটার), হস্তচালিত ইউনিটের সংখ্যা ৩,১৩,২৪৫ টি (উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩০ মিলিয়ন মিটার) রয়েছে। এগুলো ছাড়াও সর্বমোট ৩,০০০ টি নিটিং, নিট-ডাইয়িং ইউনিট (১,৪০০ টি রপ্তানিমুখী ইউনিটসহ), ২৩৬ টি ডায়িং-প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা ২,৬০০ মিলিয়ন মিটার)। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সুতা ও কাপড় উৎপাদনের পরিসংখ্যান সারণি ৮.৬-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৬ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সুতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩৮.০০	৫৪৬.০০	-	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০৮.৮৬	৬১৭.৭২	-	৪৯১০.০০	৪৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭১০.০০	৭১৭.৯৫	-	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৩৭৬.৭৪	৩৭৯.০৭	-	৬৩৮০.০০	৬৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	১০০০.০০	১০০১.১৪	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১০-১১	২.৪০	১৭০০.০০	১৭০২.৪০	-	৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০
২০১১-১২	০.৯৩	১৬৪০.০০	১৬৪০.৯৩	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১২-১৩	১.৬৬	১৭২০.০০	১৭২১.৬৬	-	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০
২০১৩-১৪	১.৯৮	১৬৮০.০০	১৬৮১.৩২	-	৭৪১৪.০০	৭৪১৪.০০
২০১৪-১৫	০.৯৪	৬০০.০০	৬০০.৯৪	-	৪৩৫৩.০০	৪৩৫৩.০০

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বর্তমানে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলোতে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়। বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ এ ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ সুতার ব্যবসায়ী/পার্টির সরবরাহকৃত কাঁচাতুলা থেকে চাহিদা মোতাবেক সুতা উৎপাদন করে তাদের সরবরাহ করে। মিলগুলো বেল প্রতি নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু এবং বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮টি মিলের ২২টি ইউনিটের মধ্যে ৬টি মিলের ৭টি ইউনিট সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সুতা উৎপাদন করছে। ১টি মিল ভাড়ায় চলছে। অবশিস্ট ০৯টি মিল সার্ভিসচার্জ পার্টি না থাকায় সাময়িক উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় আছে, ২টি মিলে (খুলনা টেক্সটাইল ও চিত্তরঞ্জন কটন মিল) ''টেক্সটাইল পল্লী'' স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ১৯৯৭ সাল থেকে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বিটিএমসি এ যাবৎ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) প্রায় ১৯.৭৩ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহ ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর(ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) পর্যন্ত মোট ৮২৩৩.১৯ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৫০.২৭ লক্ষ কেজি। নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৬৯.৩৫ কোটি টাকা ।

২০০৫-০৬ অর্থ বছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৭ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৭ঃ বিটিএমসির মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদনের পরিমাণ

অর্থ বছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৫-০৬	১৯৯৮৪০	৬০%	৭৯.৯৪
২০০৬-০৭	১৯৫০৮৮	৫২%	৮৮.৬৭
২০০৭-০৮	১৯৫০৮৮	৩৬%	৭৯.৪৯
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	১৯%	২৩.৩৫
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১%	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩%	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০%	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬%	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০%	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০%	২০.৪৮
২০১৫-১৬*	১৯৮৭৩২	২৪%	১৫.৫১

সূত্রঃ বিটিএমসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৩.১৩ লক্ষ তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা।

দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৬৪.৬৮ (পুঞ্জিভূত ঋণ) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ৪২.৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার (%) সারণি ৮.৮ -এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৮: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ	আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
ক্রমপুঞ্জিত (জুন, ২০০৫)	৩৮.৮১	২৭.৫৪	১৩.৭৫	৪৯.৯৩
২০০৫-০৬	৪.৬৮	৬.৫২	৩.০৬	৫৫.১১
২০০৬-০৭	৩.৩১	৭.০৪	৪.০৮	৫৭.৯৫
২০০৭-০৮	০.৬০	৫.৩৯	২.৩৪	৪৩.৪১
২০০৮-০৯	০.৭০	৩.০২	২.৪৭	৮১.৬৫
২০০৯-১০	১.৫৯	২.০৪	২.০৮	৫৪.৯৩
২০১০-১১	১.৩৬	৩.১৯	১.৯৬	৫৬.০৮
২০১১-১২	২.১৪	১.০৫	২.২০	৫৮.২২
২০১২-১৩	১.৮৪	১.৪২	২.৬৭	১২৩.৪৩
২০১৩-১৪	২.৬৬	১.৮৭	২.৩৯	১২৮.০০
২০১৪-১৫	৪.০৪	২.১৯	৩.১৭	১৪৪.৭৫
২০১৫-১৬*	২.৯৬	১.৬৩	১.৮৮	১১৫.৩৪
ক্রমপুঞ্জিত (জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত)	৬৪.৬৮	৬২.৯০	৪২.৫৮	৬৭.৬৯

সূত্রঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত। আদায় হার =প্রকৃত আদায় ÷ প্রতিবেদনকালীন সময়ে আদায়যোগ্য লক্ষ্যমাত্রা × ১০০।

বাংলাদেশ তাঁত শিল্প সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনসহ ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আবাসন পল্লী/আদর্শ রেশম পল্লী, চাকী রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করে ৬.৫ লক্ষের অধিক গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি সংস্থা একিভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সূতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.৯-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৯ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

অর্থ বছর	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশম গুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সূতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	
				রেশম চাষি	রেশম তাঁতী
২০০৫-০৬	৩.৬৬	১.৬০	১.৩০	-	-
২০০৬-০৭	৩.৭৩	১.৬৩	১.০৫	-	-
২০০৭-০৮	৩.৪৬	১.৪৪	০.৩৬	-	-
২০০৮-০৯	৪.০৩	১.৫৬	০.৭৫	-	-
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	-	-
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৫	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ আদায়ঃ ২০৫.৩৯	বিতরণঃ ৪১.২৭ আদায়ঃ ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৪৮ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬*	২.৭১	০.৭১	০.৩২৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৮২ (ক্রমপুঞ্জিত)

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

ঘ. পাট খাত

পাট ও পাট শিল্প পরিবেশবান্ধব। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব ও সহজলভ্যতা কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকলেও পরিবেশ বান্ধব হওয়ার কারণে পাট ও পাট পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব বাজারের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট ও পাট শিল্পকে প্রতিযোগি করে তোলা এবং পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'শিল্পনীতি আদেশ-২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং 'পাটনীতি-২০১১' অনুমোদিত হয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ পাট ও পাট পণ্য রপ্তানি থেকে অর্জিত হয়।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এ সব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি এবং রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। সারণি ৮.১০ ও সারণি ৮.১১ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর

হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত দেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১০: কাঁচাপাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

অর্থ বছর	উৎপাদন	রপ্তানি	রপ্তানি মুল্য (লক্ষ টাকা)
২০০৫-০৬	৫০.০০	২৪.৪৭	৯৭,৭২৭
২০০৬-০৭	৬৫.৯১	২৪.৪৩	১০১,৬২০
২০০৭-০৮	৬৮.৭১	২৮.৭১	১০৩,৩৪০
২০০৮-০৯	৫১.৭২	১৭.৫০	৯২,১০০
২০০৯-১০	৫৯.৪৫	১৫.৯৯	১১৩,০৮৪
২০১০-১১	৭৮.০২	২১.১২	১৯০,৬৭৬
২০১১-১২	৭৮.০৫	২২.৮৫	১৫৪,০৬৬
২০১২-১৩	৭৫.৭২	২০.৫৫	১৪৩,৬৪৬
২০১৩-১৪	৬৭.৮৫	৯.৮৪	৭০,৬০৪
২০১৪-১৫	৭৫.০১	১০.০১	৮১,৬৭৪
২০১৫-১৬*	৮৫.৪৫	৬.৩৭	৫৬,৫৬২

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। * মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১১ঃ পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

অর্থ বছর	উৎপাদন	রপ্তানি	রপ্তানি মুল্য (লক্ষ টাকা)
২০০৫-০৬	৬.৭৫	৪.৯৫	২০২,৪১০
২০০৬-০৭	৫.৮৪	৪.৭১	২২১,৫৩০
২০০৭-০৮	৬.৫১	৫.৩৪	২৫২,৬৭
২০০৮-০৯	৫.৮৯	৪.৮২	২০৫,০০০
২০০৯-১০	৬.৯৫	৫.৭৭	৩৯৬,৩৫৪
২০১০-১১	৬.৮৮	৪.৭৯	৪৫৬,৯৪২
২০১১-১২	৭.১৪	৬.৬৯	৫১৭,৪০০
২০১২-১৩	৯.৭৭	৮.৬৮	৬১৬,২৬২
২০১৩-১৪	৯.৮৩	৮.০৮	৫২২,৪২১
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৫৬০,২১৬
২০১৫-১৬*	৮.৭৬	৬.৭১	৪৩৬,৫০৫

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সূতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ১.২৮লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ০.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৪২২.৪১ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৮১২.০৭ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ০.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২৬৯.৯২ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২৬০.৭২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) এর অধীনে মোট সদস্য মিলের সংখ্যা ১৪৬টি (৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত ও ১০৮টি নতুন স্থাপিত মিল)। নতুন স্থাপিত মোট ১০৮টি পাটকলের মধ্যে ৮৯টি কম্পোজিট, ৪টি কার্পেট মিল ও ১৫টি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারি মিল রয়েছে। বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত বর্তমান স্থাপিত তাঁত সংখ্যা মোট ১৪,২২৩, তন্মধ্যে হেসিয়ান-৬,০২৮, স্যাকিং-৭,০২৬, সিবিসি-৬৮৭, কার্পেট-৪২ ও অন্যান্য-৪৪০।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ) আওতায় মোট ৯৬টি সূতাকল রয়েছে। এ সকল মিলসমূহ মোটা, মধ্যম ও মিহি কোয়ালিটি জুট ইয়ার্ণ/টোয়াইন তৈরি করে। মিলগুলোর মোট স্পিন্ডেল সংখ্যা ২,৪০,৯০৮.০০ টি এবং বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১০,৭৮,৬৩২.০০ মেট্রিক টন। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিজেএসএ এর আওতাভুক্ত মিলে উৎপাদিত সূতার পরিমাণ ২.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ৫.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিজেএসএ এর আওতাভুক্ত মিলে রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি মূল্য যথাক্রমে ২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৯৮৭.০১ কোটি টাকা, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৩,৬৭৫.০৫ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উচ্চমূল্য সংযোজিত প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মাফিক বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনে শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সনের মার্চ মাসে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়াধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়। জেডিপিসি'র প্রচেষ্টায় ২৫টি মাঝারী শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৪০০টির অধিক কুটির শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে জুট ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট এর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বছরে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলারের বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

ঙ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা-নীলফামারী, আদমজী ও কর্ণফুলী) জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৮১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৫৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১২৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৬৮ টি, ঢাকা ইপিজেড এ ১০৫টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৩৯টি, উত্তরা ইপিজেড এ ১৩টি, মংলা ইপিজেড এ ২১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ১৫টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪৫টি এবং আদমজী ইপিজেড এ ৪৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,৭৭৮.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ১৮১.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপরদিকে, ইপিজেডসমূহ হতে জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৪৯,৮৮৯.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ৩,৭৪৮.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.০৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২৪,৩৯০ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ যাবতকালে বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট প্রায় ৪.৪৪ লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী। সারণি ৮.১২ -এ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১২: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৬৮	১৪	১,৪১১.০৫	২৩,১৮৭.৯৬	১৯৫,৬৪৩
ঢাকা ইপিজেড	১০৫	৯	১,১৮১.৩৪	১৯,৫০৮.৩১	৮৮,৫৭৮
কুমিল্লা ইপিজেড	৪৮	১৭	৩৪২.৮৭	১,৯৯২.২৩	৪৫,৩১৭
মংলা ইপিজেড	৩৯	৩১	২৩২.১৪	১,৫৪৩.৯৯	২২,৩৩৫
উত্তরা ইপিজেড	৪৫	১৯	৪০৫.৮১	২,৫৬৯.৩১	৬২,১৬৩
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৫	১৪	৮৫.২০	৪০৬.১৯	৮,১২৭
আদমজী ইপিজেড	২১	১৪	২৭.৮১	৪১৩.৪১	১,৫৬৭
কর্ণফুলী ইপিজেড	১৩	৯	৯২.৬১	২৬৮.২৬	২০,৭৬১
মোট	৪৫৪	১২৭	৩,৭৭৮.৮২	৪৯,৮৮৯.৬৬	৪,৪৪,৪৯১

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। উপাত্তসমূহ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৩-এ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৩: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১১৩	১,৩৪১.৩২	২৬২,৯০২
২.	টেক্সটাইল	৮৬	৪৭০.৭৩	২৩,৩৩৭
৩.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৪০	৫৯২.২৮	২৫,৯৩১
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৭	২৯৭.৭৬	৩০,৯২৬
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৩১	২২৭.২০	৩৩,৩১৯
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	৩১	১০১.৩৪	২১,৪১২
৭.	তাবু	১৮	৮৩.৮৮	৮,৪৮৫
৮.	টুপি	১৭	১৪৬.১৩	৪,৩৪২
৯.	টেরি টাওয়েল	১৫	৫৩.৬৮	৩,৭৭১
১০.	ধাতব শিল্প	১৩	৪৯.৪১	২,৬০১
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১০	৫.৪২	৩১৫
১২.	মোড়ক সামগ্রী	১০	৭৮.২৪	১০,৮৪৩
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	৯	৪১.৫৬	৮৯৬
১৪.	রশি	৫	৫৭.৬৬	৮,২৭৩
১৫.	সেবা খাত	৫	২১.০৩	১৯২
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	৩	৩৬.৫২	২,০৮৯
১৭.	আসবাবপত্র	৩	২.০৪	১০১
১৮.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	৯৯.১৯	১৩২
১৯.	কেমিক্যাল শিল্প	২	৯.৩৫	৫০১
২০.	খেলনা	২	৭.২০	৪৪৯
২১.	স্পোর্টস পণ্য	১	৪০.৪৫	৯৭৫
২২.	বিবিধ	১	১৬.৪৪	২,৬৯৯
সর্বমোট		৪৫৪	৩,৭৭৮.৮২১	৪৪৪,৪৯১

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। উপাত্তসমূহ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৪ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৪ঃ ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৬১.৫৭	৮৭.৪৬	১১০.৩৪	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৩৯.৯৭
	রপ্তানি	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	১১৪৬.৫০	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	১২০৮.২
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৩৫.৯৫	৩২.৬২	১২৬.৪৬	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	৫৫.৫০
	রপ্তানি	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	১১১৭.১৭	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	১৩৮৪.৮৬
মংলা	বিনিয়োগ	০.০০	০.৪৩	২.০৩	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	৫.৭০
	রপ্তানি	৭.০৯	১.৩১	৮.২৬	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৪৮.৯৯
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	১০.৬২	২১.০২	৯.৭২	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৭.৬৪
	রপ্তানি	৩৪.৯৯	৪৬.০১	১৩১.৩৮	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	১৭০.৭১
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.০০	১.২৪	০.১৫	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	১২.১৩
	রপ্তানি	০.০০	০.০৮	০.০৯৫	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১০১.৫৬
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.৭৬	০.০০	১.৪৩	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	৩.৭৮
	রপ্তানি	২.৫৪	২.২৩	১.২১	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	৬৬.১৬
আদমজী	বিনিয়োগ	৪.০০	৭.৬৮	৩৩.৭১	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	২৬.৩৯
	রপ্তানি	০.২৩	৯.৪৭	১৫.১০	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৩০৪
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	-	১.৯১	১৮.৩৪	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৩৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৩৩.২৮
	রপ্তানি	-	০.০০	৯.৮৬	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৪৬৪.০৮

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। *জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, পাকিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, ডেনমার্ক, কুয়েত, রুমানিয়া, পর্তুগাল, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মরিশাস, ওমান, কানাডা, স্পেন, মালটা ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে রপ্তানি বহুমুখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে লক্ষ্যে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা, হিনো গাড়ির), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাসক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে প্রায় ২৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ও ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড’ ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

২০১৩ সালে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য Social Compliance ৯৩ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য “The EPZ Workers Welfare Association and Industrial Relations Act, 2010” শীর্ষক আইন পাশ করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বতন্ত্র শ্রম আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বেপজা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। বেপজার ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি উদ্যেগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, আদমজী, কর্ণফুলী ও কুমিল্লা ইপিজেডে ৪টি পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। ইপিজেডের কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বেপজা চট্টগ্রাম ও ঢাকা এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি, সাব-কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদির অনুমতি প্রদান করছে। একইভাবে অন্যান্য ইপিজেডে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে ইপিজেডের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০ টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone category-তে তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন-জুন-জুলাই' ১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাগাটরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে। জাতীয় ট্যাক্সকার্ড নীতিমালা, ২০১০ অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ করবর্ষে বেপজা কোম্পানী পর্যায়ে ৭ম সর্বোচ্চ আয়কর দাতা মনোনীত হয়েছে।

চ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মিটাতে সক্ষম। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড প্রোডাক্ট, বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশে হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৬টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১১৩টি দেশে রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগীতায় ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৭৮টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৪১২ ব্রান্ডের প্রায় ১৫,৬১৯ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। সারণি ৮.১৫ -এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৫ঃ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকা)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয়
২০০৫	১৪২.১০	১৪.৭৫	১৫৬.৮৫	৬৭
২০০৬	২৫১.৯৯	১৪.৩৪	২৬৬.৩৩	৬১
২০০৭	২৩৪.৭১	১৩.০৩	২৪৭.৭৪	৬৭
২০০৮	৩১৩.১১	১৪.৬১	৩২৭.৭২	৭১
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৬৯৫.৩৩	১৬.৮০	৭১২.১৩	১১৩

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ছ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ, গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে মেট্রোলজী ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান।

বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) পর্যন্ত মোট ৬০০টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৪৯৩টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১,৩১৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে মোট ৩৯৩ টি ভ্রাম্যমান

আদালত ও ২০৭টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ১,২৬৫টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরী ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। বিএসটিআই'র উল্লেখিত ল্যাবগুলি Accreditation এর মেয়াদ গত ০৯/০৪/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ায় ইতিমধ্যে মার্চ,২০১৫ তারিখে ভারতের NABL থেকে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি Assessment টীম ল্যাবসমূহের কার্যক্রম Assessment সম্পন্ন করেন। ল্যাবগুলোর কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ২০১৭ পর্যন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং নতুন করে আরও ২০টি প্যারামিটারের Accreditation প্রদান করা হয়। এ ছাড়া গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে Norwegian Accreditation **ও** Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে।

এ ছাড়াও বিএসটিআই এর Management System Certification কার্যক্রমও Norwegian Accreditation Authority থেকে Accreditation পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ৩৩টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই এর অফিস কাম ল্যাবরেটরী স্থাপন পূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ এই ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। জার্মানীর GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনসহ মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলীও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন-১৯১১ এবং পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা-১৯৩৩ মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন ২০১৫) এবং ট্রেডমার্ক বিধিমালা- ২০১৫ মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ ও ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৫ মোতাবেক ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন করা হয়। এ ছাড়াও, পেটেন্ট আইন ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন আধুনিকায়নেও এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের আয় ৯.৭১ কোটি টাকা। গত ২০১৪-১৫ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে এ অধিদপ্তরের আয় ছিল যথাক্রমে প্রায় ৮.২৬ কোটি টাকা ও ৭.২৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক এবং ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের দেশি-বিদেশি মিলে মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে ২১৭টি, ৯৫২টি, ৯,৫২৭টি ও ১টি এবং এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ৯৮টি, ৩৭৮টি এবং ৯,২০৩টি।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

শিল্প কারখানার বয়লারের সুষ্ঠু ও নিরাপদ চালনা নিশ্চিত এবং বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় অবদান রেখে আসছে। মূলতঃ বয়লার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান; বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান; বয়লার পরিচালকদের অপারেশন সংক্রান্ত সনদপত্র প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম অত্র দপ্তর সম্পন্ন করে থাকে। দেশে বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বয়লারই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। দেশে ছোট আকারের ও স্বল্প চাপের বয়লারসমূহ তৈরী

হয়। অত্র দপ্তর দেশীয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বয়লার প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে ।

এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) মোট ৩,০৬৩ টি বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদান; ৩৪৬টি নতুন বয়লার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান; ১০৯টি স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান; এবং ৭১৪ জন বয়লার পরিচালকদের পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি এ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত এ দপ্তর ২.৫২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। এছাড়া, ই-গভঃ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য সম্বলিত Website ও সফটওয়্যার তৈরিসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে এর ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বয়লার ব্যবহারকারী তথা Stake Holder দের দোরগোড়ায় অত্র দপ্তরের সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারি সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য (Quality Infrastructure), সাযুজ্য নিরূপন পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানির ৩১ টি টেস্টিং, ৫ টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি ও ১ টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা ও ১ টি পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা মূল্যায়নের (Assessment) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। আরও কিছু আবেদনপত্র এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন আছে। ISO/IEC 17021 ও 17020 অনুসারে সার্টিফিকেশন সংস্থা এবং পরিদর্শন সংস্থার এ্যাক্রেডিটেশন স্কীম চালু করেছে। এতে করে দেশের পরীক্ষার কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) এর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিএবি নিয়মিতভাবে সাযুজ্য নিরূপণ ও মান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত বাবদ বিটাকের এ খাত থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আয় হয়েছে ২০.১১ কোটি টাকা, যা চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত আয় দাঁড়িয়েছে ১২.০৮ কোটি টাকা। পাশাপাশি বিটাক কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ফ্রেবুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২৮টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এ্যাটাচমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা করেছে।

এছাড়া, স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি করে এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিটাক দেশে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করছে। বিশেষ করে, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women (2nd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ২,৬৯৮ জন পুরুষ ও ২,৬৮০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৫,৩৭৮ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা। এনপিও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্দ্যেগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এ ছাড়া বাংলাদেশে এপিও সদস্যভূক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে ।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ২৬টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১,৩৮১ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এতে ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। গবেষণা প্রতিবেদনসহ ১টি কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় ১১টি। ৪টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ১৪টি সচেতনতা প্রচারাভিযান, ১৪,৩৫০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারী ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং ৬০টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-৫৮ জন। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৫টি। এতে অংশগ্রহণ করেন ১৭ জন। নিজ নিজ শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নির্বাচিত ১৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দ্বিতীয়বারের মত আগস্ট, ২০১৫ এ প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০১৩ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপানশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষতঃ শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, ১ বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিআইএম ৫৮,০০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৪৫ টি স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭৩৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, ৫টি এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স ২০১৫ সেশনে ৮০০ জন প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০১৬ সালে ৮৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোসে ২০১৪ সালে ৫০ প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান করা হয়েছে ও ২০১৫ সালে ৫৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে মোট ১৪৮টি অনুরোধকৃত কোর্সে ৪৯৯৫ এবং ২৬টি বিশেষ কোর্সে মোট ৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৬ঃ শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৫-০৬	২৮,৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮,০৯৮.৫৫	২২,৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯,৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১,৬৫১.৩২	১২,৩৯৪.৭৮	৪৪,০৪৬.১০	২৩,৭৯০.৫৪	৯,০৬৮.৪৫	৩২,৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯,৯৬৩.৪৯	২০,১৫০.৮২	৬০,১১৪.৩১	২৮,৮৪৯.৬০	১৩,৬২৪.২০	৪২,৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫,০২৮.২৮	১৯,৯৭২.৬৯	৬৫,০০০.৯৭	৩৬,৫৯৭.৮৯	১৬,৩০২.৪৮	৫২,৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯,১৭১.৯৫	২৫,৮৭৫.৬৬	৮৫,০৪৭.৬১	৪৫,২৩১.৭৫	১৮,৯৮২.৭০	৬৪,২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১,৩০০.৩৫	৩২,১৬৩.২০	১০৩,৪৬৩.৫৫	৫৬,৬৯৪.৯৯	২৫,০১৫.৮৯	৮১,৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬,৬৭৪.৯৮	৩৫,২৭৮.১০	১১১,৯৫৩.০৮	৬৪,৪০০.২৭	৩০,২৩৬.৭৪	৯৪,৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩,১৬৫.৫৬	৪২,৫২৮.৩১	১৪৫,৬৯৩.৮৭	৮৫,৪৯৬.১৪	৩৬,৫৪৯.৪১	১২২,০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬,১০২.৫৯	৪২,৩১১.৩২	১৬৮,৪১৩.৯১	১১৩,২৯১.২৫	৪১,৮০৬.৬৯	১৫৫,০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯,৫৪৬.৪২	৫৯,৭৮৩.৭০	২১৯,৩৩০.১২	১২১,৮৫৩.৯৯	৪৭,৫৪০.৮১	১৬৯,৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬*	৯৩,৫০৭.৮৩	৩০,৫১৮.৪৫	১২৪,০২৬.২৮	৬২,৩৪৩.২৩	২৩,০১৭.৮৯	৮৫,৩৬১.১২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।

২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সময়কালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,২৪,০২৬.২৮ কোটি টাকা ও ৮৫,৩৬১.১২ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।